

ক্ষেত্রে বৈষম্য

বর্তমানে হায়ার ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স বন্ধের দাবীতে 'ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং' এর ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ প্রবল আন্দোলনে লিপ্ত। হায়ার ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম বাতিলের জন্য এতবড় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল তাও আলোচনার বিষয়।

আমার এ বিষয়ে লেখার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করাও নয়, আবার কারও চাকরি ক্ষেত্রে অধিক ও বিশেষ সুবিধাদি নোপ করার জন্যও নয়, এর মূখ্য উদ্দেশ্যে চাকরি ক্ষেত্রে সাধারণ একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেতনক্রম, পদমর্যাদা এবং পদোন্নতি যে একটা বিরাট বৈষম্য ও বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে গেছে তাই আলোচনা করা।

প্রত্যেক শিক্ষাক্রমের, সাধারণ একাডেমিক শিক্ষার সংগে তুলনীয়ভাবে একটা মান নিশ্চয় আছে।

যারা
শিক্ষা
নির্ধারণ
সাধারণ
পর
পাক
আবার
নীয়ার
ডিপ্লো
মেডি
নেয়া
র্মে
ইন-
বাদ
সি
কেউ
বছ
শি
শি
শ্য
এ
ব
প্র
ক
নি
ম
ম
হ



১৮ শুল্লি ৪৩৪৩০৮৬৩৩ ৮৩০৮৩
১৮৩৮ ৪৩৪৩০৮৬৩৩ ৪৩৪৩০৮৬৩৩
৪৩৪৩০৮৬৩৩ ৪৩৪৩০৮৬৩৩ ৪৩৪৩০৮৬৩৩
৪৩৪৩০৮৬৩৩ ৪৩৪৩০৮৬৩৩ ৪৩৪৩০৮৬৩৩

০৪৩৪৩৪৩৪৩ ৪৩৪৩
৪৩৪৩ ৪৩৪৩
৪৩৪৩ ৪৩৪৩

(৩৩% হিসেবে) সহকারী প্রকৌশলী পদে উন্নীত হন। পদোন্নতি-প্রাপ্ত পদটি প্রথম শ্রেণীর। এরপর কমন সিনিয়রিটির মাধ্যমে পদোন্নতি পেয়ে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং প্রধান প্রকৌশলী পদে পর্যন্ত আসা হত। ডিপ্লোমাদেরকে এ সুযোগ আন্দোলন এর মুখে করে দিয়ে গেছেন বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী সরকার। এবং এ সব পদোন্নতি, ধারাবাহিকভাবে, অব্যাহতগতিতে। প্রধান প্রকৌশলীর পদটি মানের দিক দিয়ে যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপকের পদের মানের সমান। একজন মেধাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি প্রভাষক হিসেবে কলেজে চুক্তি বহু পরিশ্রম করে গবেষণা গ্রন্থ, সৃজনশীল গ্রন্থ প্রভৃতি লিখে, অথবা দেশ, এবং বিদেশ হতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করলে

র মধ্য বাণেশ পর্যায় এসে গী অধ্যাপক হন।
আমি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নই। আমি তাদেরকে সুযোগ সুবিধাগুলোর বিরোধী কিন্তু যেভাবে সাধারণ একা-ক শিক্ষায় শিক্ষিত, ডিপ্লোমা শলীদের সমান যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাস কর্মচারী ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ক মানের তৃতীয় শ্রেণীর চারীদের পদোন্নতির ধারা তীয় শ্রেণীর কর্মচারীর পদের আবেদন রেখে (তৃতীয় শ্রেণীর কর্তাও নয়) এদের সকলকে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের অধীনস্থ চাকরী বানানো হচ্ছে তা স্বীকার নেওয়া যায় না। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হয়েও ডিপ্লোমা কৌশলীগণ একের পর এক তম শ্রেণীর পদে ডিগ্বিয়ে-বেন আর অনাদিকে তাঁদের মান মানের এইচ,এস,সি পাস তীয় শ্রেণীর কর্মচারী এবং এদের চেয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতায় শী স্নাতক মানের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীগণ সমগ্র জীবনেও একটি তম শ্রেণীর পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত তে পারবেন না, নিদেন পক্ষে কজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ প্রাপ্ত হবেন না, দ্বিকর্মচারী-তই অধিক লাগে এভাবে লাখ লাখ কর্মচারীর আত্মদা লুপ্ত করা বিষয় নয় বলে মনে করি।

তাই মনে করি, দেশবাসী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দেশের সকল বিরোধী দলগুলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখে, সাধারণ একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত লাখ লাখ কর্মচারীর মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে ব্রতী হওয়া উচিত। নতুবা এ বিষয়টি কালে কর্মচারীদের মধ্যে একটি চরম দল সৃষ্টি করবে। যা কাহারও কাম্য হওয়া উচিত নয়।

মোঃ আব্দুস সোবহান বি,এ,
বাঙ্গালীপুর, সৈয়দপুর, নীল-

021